দৈনিক জনকণ্ঠ

APR 17 2002

বগুড়া শাহ সুলতান কলেজে মনোনয়নপত্র ছিনতাই ॥ ছাত্রলীগ আদালতে যাবে

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ বগুড়া সরকারী শাহ সুলতান কলেজ ছাত্র সংসদ অগণতান্ত্রিক উপায়ে দখলের পাঁয়তারা শুরু করে দিয়েছে ছাত্রদল। ইতোমধ্যে তারা (ছাত্রদল) ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের হুমকি-ধমকি দিয়েই শুধু ক্ষান্ত হয়নি, মনোনয়নপত্র সংগ্রহের শেষ দিনে পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে ছাত্রদল ক্যাডাররা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের কাছ থেকে মনোনয়নপত্র ছিনিয়ে নিয়েছে। সোমবারের ওই ঘটনার পর ছাত্রলীগ নির্বাচনী তফসিল পুনরায় ঘোষণার দাবি জানিয়েছে।

গত প্রায় ৮ বছর ধরে ছাত্রলীগ বগুড়া সরকারী শাহ সুলতান কলেজ ছাত্র সংসদের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে আসছে। এ বছরের নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হয়েছে। আগামী ৩০ এপ্রিল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। সে অনুযায়ী মনোনয়নপত্র সংগ্রহের শেষ দিন ছিল ১৫ এপ্রিল সোমবার। ছাত্রলীগের প্রতি ছাত্রদলের ক্যাডাররা আগেই হুমকি-ধমকি দেয়ায় ওই দিন (সোমবার) সকাল ন'টার দিকে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা কলেজে পৌঁছে যায়। নির্দিষ্ট সময়ে মনোনয়নপত্র সংগ্রহের সময় হঠাৎ করে ছাত্রদল ক্যাডাররা তাঁদের ওপর হামলা চালায়। মনোনয়নপত্র সংগ্রহকালেই বাধা পায় ছাত্রলীগ। ছাত্রলীগ অভিযোগ করেছে, যাও কয়েকটি মনোনয়নপত্র তারা সংগ্রহ করেছিল সেগুলোও ছিনিয়ে নেয় ছাত্রদল ক্যাডাররা। এ সময় পুলিশ ছাত্রদল ক্যাডারদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিয়ে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের মারপিট করে কলেজ ক্যাম্পাস থেকে বের করে দেয়। ছাত্রলীগ অভিযোগ করে, ছাত্রদল ক্যাডাররা পুলিশ ডেকে এনে মনোনয়নপত্র ছিনতাই করে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের হুমকি দেয়। এ ব্যাপারে কলেজ কর্তৃপক্ষ বলেছে, তারা যতদূর জেনেছে পুলিশ ছাত্রলীগ নেতাদের মারপিট করেনি। তবে শান্তি বিঘ্নের শঙ্কায় ছাত্রলীগকে ক্যাম্পাস থেকে বের করে দিয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, '৯৪ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর ওই কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্রলীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেয়েছে। এ কারণে ছাত্রদলেরও ছিল গা ছাড়া ভাব। গত বছর ১ অক্টোবরের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ৩/৪ দিন পরই ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের ওপর হামলা চালানো হয়। এবারের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্রলীগ যাতে অংশগ্রহণে বিরত থাকে সেই প্রক্রিয়াই চলছে বলে ছাত্রলীগ জানায়। একতরফা নির্বাচন করে ছাত্রদল অগণতান্ত্রিক উপায়ে সংসদে যাওয়ার যে পাঁয়তারা করছে, তা জানতে পেরে গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচনের ধারা বজায় রাখতে ছাত্রলীগ অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে মনোনয়নপত্র সংগ্রহের শেষ দিন সকালেই মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করতে যায়। তার পরও ছাত্রলীগকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করতে দেয়া হয়নি। এ ঘটনার পর ছাত্রলীগ সাংবাদিক সম্মেলন করে ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। ছাত্রলীগের একাধিক সূত্র জানায়, অগণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচন রুখতে তারা আদালত পর্যন্ত যাবে। সোমবারের ঘটনায় একটি মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে বলে সূত্র জানিয়েছে। এদিকে ছাত্রলীগ মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করতে না পারলেও ছাত্রদল ও শিবির মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছে বলে জানা যায়।